ঝিনাইদহের কন্যাদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কন্যাদহ মনির উদ্দিন বিশ্বাস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ একাধিক পদে অর্ধকোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষা নীতিমালাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়েছেন বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম ও বিদ্যালয়ের সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টার।

জানা গেছে, গত বছরের ১৫ই জুন বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়। এরমধ্যে ১ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক, ১ জন অফিস সহায়ক, ১ জন আয়া, ১ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও ১ জন নৈশপ্রহরী রয়েছে।

এ আবেদনে ১ জন সহকারী প্রধান শিক্ষকের বিপরীতে ৩০ প্রার্থী আবেদন করে পরীক্ষায় অংশ নেন ২১ প্রার্থী । মাধ্যমিক শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগসহ সব নিয়োগ-পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু এ নীতিমালা না মেনে ৩০শে নভেম্বর নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া হয় পার্শবর্তী মকিমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। পরদিন ১ লা ডিসেম্বর বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলামের শ্যালক আমিরুল ইসলামকে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বিদ্যালয়টি। একই সময় বিদ্যালটির সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টার তহমিনা খাতুনকে আয়া পদে নিয়োগ দেন। জানা গেছে, তহমিনা খাতুন বিদ্যালয়টির সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টারের আত্মীয়।

প্রাপ্ত নথি থেকে জানা যায়, চল্লিশোর্ধ্ব তাছলিমা খাতুনকেও ৩৫ বছর বয়স দেখিয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ দিয়েছেন বছির উদ্দিন। তার কাছ থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য পদে সবমিলিয়ে নিয়েছেন ৪৫ লাখ টাকা। এমন অনিয়মের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় ও চাকুরী প্রত্যাশীরা।

এ ঘটনায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী তাছলিমা খাতুন বয়স সংশোধনের বিষয়টি

স্বীকার করেছেন।

এছাড়াও বিদ্যালয়ের ব্যাংক হিসেবে টাকা রেখেছে সভাপতি বছির উদ্দিনের ছেলে সঞ্জু অগ্রণী ব্যাংক কন্যাদহ শাখায়। ১৫ই জুন থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত কয়েক লাখ টাকা রেখেছেন। যা বিগত কয়েক বছরের লেনদেনের চেয়ে অস্বাভাবিক।

স্থানীয় বাসিন্দা ও কয়েকজন প্রার্থী জানান, বিদ্যালয়টির সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টারের ছেলে সঞ্জুই সব প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। এমনকি নিয়োগ বাণিজ্যের মোটা অঙ্কের টাকাও তার হিসাবে রাখা হয়েছে। আর এ কাজে তাকে সহযোগিতা করেছেন বিদ্যালয়টির সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টার ও প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম।

অভিযোগের ব্যাপারে বিদ্যালয়টির সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টারের সাথে কথা বলতে তার বাড়িতে গেলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, ম্যানেজিং কমিটির কাজে আমার হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ হয়েছে। আর আমি এসব ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না।

এবিষয়ে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুহম্মদ আব্দুল মালেক বলেন, প্রথমিক তদন্তকরে অনিয়মের বিষয়ে সত্যতা পাওয়া গেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আদালতে মামলা থাকায় আমার কিছুই বলার নেই।

কোটচাঁদপুরে নিজের অপকর্ম ঢাকতে আদালতে মিথ্যা মামলা

নিজের অপকর্ম ঢাকতে ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে ঝিনাইদহ আদালতে পাতানো ধর্ম বোনকে দিয়ে ধর্ষণ মামলা করিয়েছেন,সুদে ও মাদক কারবারি তবিবর রহমান এমন অভিযোগ ওই মামলার আসামীদের। মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা থেকে অব্যহতি চেয়েছেন তারা। সংশ্লিষ্টদের নিকট দাবি জানিয়েছেন,সুষ্ঠ তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনেরও।

ওই মামলার আসামিরা অভিযোগ করে বলেন,ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর

উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়নের কন্যা নগর গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেন তোতার ছেলে তবিবর রহমান। সে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নিজ বাড়িতে বাইরে থেকে নারীদেরকে নিয়ে এসে পতিতা বৃত্তি করান।

ব্যবসা করান সুদে ও ইয়াবা সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ওই ঘটনাটি নিয়ে তবিবর আমাদের দোষারোপ করেন। হুমকি দেন ধর্ষণ মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে দেবার। তারই বহির প্রকাশের শিকার হয়েছি আমরা। ওই ঘটনার সঙ্গে আমরা কেউ জড়িত না। তবিবর রহমান তাঁর নিজের অপকর্ম ঢাকতে, পাতানো ধর্ম বোনকে দিয়ে আমাদের নামে আদালতে ওই মিথ্যা মামলা করিয়েছেন।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী(মঙ্গলবার) ঝিনাইদহের বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ধর্ষণের অভিযোগে ৩ জন কে আসামি করে ওই গৃহবধূকে দিয়ে মামলা করান।

ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার কুব্রেগাড়ি গ্রামের লাইনপাড়ার সিদ্দিক আলীর ছেলে মোফাজ্জেল হোসেন(৪০), রায়পুর কামারপাড়ার সুখদাসের ছেলে দিলিপ দাস ও কোটচাঁদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে রাসেল হোসেন(৩০) কে।তিনি মামলায় উল্লেখ করেছেন,মোফাজ্জেল হোসেনের সঙ্গে মোবাইলে পরিচয় হয় তাঁর। এরপর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন মোফাজ্জেল হোসেন। একপর্যায়ে আমাকে দেখা করার জন্য প্রস্তাব দেন তিনি ।

সে কথা মত সরল বিশ্বাসে গেল ২০/০১/২০২৪ ইং তারিখে কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডে যান। এ সময় আগে থেকে ওতপেতে থাকা আসামি মোফাজ্জেল ও দিলিপ মুখে কালো কাপড় দিয়ে চেপে ধরে জোরপূর্বক মটর সাইকেলের মাঝখানে বসিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরান। এরপর তারা আলোচনা করে পরিকল্পনা অনুযায়ী ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আসামী রাসেলের ড্রাগন বাগানের কুড়ে নিয়ে যান।

পরে আসামিরা পর্যায়ক্রমে বাদির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষন করেন। এতে করে গৃহবধূ অচেতন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরলে গেল ২১/০১/২০২৪ তারিখে ভোরে তবিবুর রহমানের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় আসামী মোফাজ্জেল হোসেন গৃহবধূর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করেন। বলেন ঘটনাটি কাউকে না বলার জন্য। বাদী ওই কথায় রাজি না হলে আসামীগণ তাদের কাছে থাকা বাদীর ধর্ষণের আপত্তিকর ছবি

এদিকে মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা থেকে অব্যহতি চেয়েছেন আসামিরা। দাবি জানিয়েছেন সুষ্ঠ তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনেরও।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিদ্যুতের পিলার থেকে তার ছিঁড়ে নিহত ১: আহত ১

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিদ্যুতের মেইন লাইনের তার ছিড়ে রাস্তায় পড়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে আরও একজন। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলা শহরের কলেজ বাস স্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানায়, বিকেলে শহরের কলেজ বাসস্ট্যান্ডে কাজ করছিলো উপজেলার ফতেপুর গ্রামের কাঠমিস্ত্রি খোকন সেন। এসময় ওজোপাডিকোর মেইন তার ছিড়ে তার গায়ের উপর পড়ে আগুন ধরে যায়। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ও আগুনে পুড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। আহত হয় মহেশপুর পৌরসভার বেগমপুর গ্রামের কিশোর তানজিল হোসেন।

মৃত খোকন সেন (৪৫) ফতেপুর ইউনিয়নের ফতেপুর মিস্ত্রী পাড়ার মৃত দুলাল মজুমদারের ছেলে। গুরুতর আহত মো. তানজিল হোসেন (১৪) মহেশপুর পৌরসভার বেগমপুর গ্রামের আমিনুর রহমানের ছেলে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত তানজিলকে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে যশোর জেনারেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা।

ঝিনাইদহে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে স্কুল পড়ুয়া কিশোরীদের সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ প্রদাণ, স্বাস্থ্য সহায়ক উপকরণ বিতরণ ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকালে উপজেলার শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড’র পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইরেসপো) আল-আমিন হোসেন, ইরেসপো’র মাঠ সংগঠক রোকসানা ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও তাদের সংগঠিত করে বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক বিরোধী, নেতৃত্ব বিকাশ ও ইভটিজিং প্রতিরোধসহ কিশোরীদের বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে সচেতনতা শেষে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সহায়ক নানা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে দিনব্যাপী পিঠা উৎসব

বর্তমান প্রজন্মকে গ্রামবাংলার মানুষের চিরায়ত ঐতিহ্য নানা

স্বাদের পিঠার পরিচয় করিয়ে দিতে ঝিনাইদহে হয়ে গেল জমজমাট পিঠা উৎসব।

বসন্ত বরণ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের মনিংবেল চিলড্রেন একাডেমী চত্বরে এ পিঠা মেলার আয়োজন করা হয়।

দিনব্যাপী এ পিঠা উৎসবে বাহারি নামের স্টলে দুধপুলি, জামাইপিঠা, ভাপা, পাকান, সেমাই পিঠা, পাটিসাপটাসহ হরেক রকমের বাহারি ও রসালো পিঠার প্রর্দশণ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। শহুরে জীবনের ব্যস্ততা কাটিয়ে অনেককে পিঠা উৎসবে এসে স্টল ঘুরে ঘুরে পিঠা খেতে দেখা গেছে।

এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সেখানে বাসন্তিসহ নানান সাজে সেজে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষ অংশ নেয়। সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ।

অনুষ্ঠানের আয়োজক মর্নিংবেল চিলড্রেন একাডেমীর পরিচালক শাহীনুর আলম লিটন বলেন, গ্রাম বাংলা ঐতিহ্যবাহী আয়োজনগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। এই প্রজন্মকে তাদের শেকড়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য এই আয়োজন। বাচ্চারা যেন এখন থেকেই পিঠা পরিচিত হতে পারে, বানাতে পারে ও চিনতে পারে। ছোট্টবেলার গ্রামে পিঠা উৎসব হতো এটা যেন হারিয়ে না যায়, এই প্রত্যাশা রেখে এই উৎসব। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ পাচ্ছে।

ঝিনাইদহে মানবজমিন প্রত্রিকার ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহে দৈনিক মানবজমিন প্রত্রিকার ২৬বছর পেরিয়ে ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালি আলোচনা সভা ও কেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রয়ারী) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়। এর আগে প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি

বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।

প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহীন উদ্দিন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি বিমল শাহা, আমিনুল ইসলাম টুকু, সাইফুল মাবুদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিজাম জোর্য়ারদার বাবলু প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু। বক্তব্যের শুরুতে স্বাগত শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন মানবজমিনের জেলা প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম লিটন। আলোচনা শেষে কেক কাটার মধ্যদিয়ে অনুষ্টানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ঝিনাইদহে দিনব্যাপী পিঠা উৎসব

পহেলা ফাল্গুন উপলক্ষে ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জমজমাট পিঠা উৎসব। বাহারী নানা প্রকারের পিঠার প্রদর্শণ করা হয় স্টলগুলোতে।

বুধবার সকালে শহরের চারুগৃহ শিশুস্বর্গ স্কুলে এ পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল। ভাপা পুলি, পাটি সাপটা,পাতা নকঁশিসহ বাহারি নামের পিঠার স্টল দেওয়া হয়।

আর সেখানে বাসন্তিসহ নানান সাজে সেজে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষ অংশ নেয়। সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ। সঙ্গে সেখানে ছিল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

চারুগৃহ শিশুস্বর্গ স্কুলের অধ্যক্ষ আরেফিন অনু বলেন, বসন্ত উৎসব উপলক্ষে ছোট শিশুসহ সকলের মধ্যে হরেক রকম পিঠার পরিচয় করিয়ে দিতেই এ পিঠা মেলার আয়োজন।

দিনভর আয়োজনে ৭ টি স্টলে অন্তত অর্ধশত প্রকার পিঠার প্রদর্শণ

করা হয়।

ঝিনাইদহে ফুলের বাজারে উত্তাপ: গোলাপ ৫০, জারবেরা ৩০ টাকা

মনে দোলা লাগা বসন্ত ও বিশ^ ভালোবাসা দিবস বরণ করতে উন্মুখ থাকে তরুণ-তরুণীসহ নানা বয়সী মানুষ। আবার কদিন বাদেই ২১শে ফেব্রুয়ারী ফুলছাড়া এ দিনগুলি যেন একেবারেই বেমানান। ফলে অন্য সময়ের থেকে এ দিনগুলি এলে ফুলের চাহিদা বেড়ে যায় বহুগুণে। ফলে ব্যস্ততা বেড়ে যায় ফুলচাষী ও ব্যবসায়ীদের। অতিরিক্ত চাহিদার কারনে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে ঝিনাইদহের দুইটি বড় ফুল বাজারে।

জেলার সবথেকে বড় ফুলের পাইকারী বাজার জেলা সদরের গান্না ও কালীগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, অন্য সময়ের থেকে দুই তিনগুণ বেশি দামে ফুল বিক্রি হচ্ছে। এসব বাজারে পাইকারি একটি গোলাপ আকার ভেদে ৩৫ থেকে ৪৫ টাকা বিক্রি হয়েছে। আর খুচরা বিক্রি হয়েছে ৩৫ থেকে ৫০ টাকা। এক থেকে দুই সপ্তাহ আগে একই গোলাপ বিক্রি হয়েছিল ১৫ থেকে ২০ টাকা। এছাড়া জারবেরা বিক্রি হয়েছে ১৫ থেকে ২৫ টাকা। যা দুই সপ্তাহ আগেও বিক্রি হয়েছিল ৫ থেকে ৮ টাকা। রজনীগন্ধার স্টীক বিক্রি হয়েছে ৮ টাকা, যা এক সপ্তাাহ আগে বিক্রি হয়েছিল ৩ থেকে ৫ টাকায়। একই সময়ে গাদা ফুল বিক্রি হয়েছে ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকা ধোপা। যে গাদাফুল দুই সপ্তাহ আগেও বিক্রি হয়েছিল ১০০ থেকে ১৫০ টাকা ধোপা।

জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, মাঠে মাঠে ফুটে আছে লাল, হলুদ ও কমলা রঙের জারবেরা। ফুটে আছে রং বে-রঙের গোলাপ, রজনীগন্ধা, গ্লাডিয়াস ও গাঁদা ফুল। ফুটে থাকা ফুলের রঙে স্বপ্ন রাঙ্গাতে ব্যস্ত সময় পার করছে জেলার ফুলচাষীরা। প্রতিবছর বসন্ত বরণ, বিশ^ ভালোবাসা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি ও ২৬ মার্চ এলেই এ জেলার ফুলচাষি ও ফুলকর্মীদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে এ এলাকায় উৎপাদিত ফুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে ফুলের বাড়তি চাহিদা মিটাতে ব্যস্ত সময় পার করে জেলার ফুলচাষীরা।

পর খেয়াল রাখতে হবে যেন ফুলে কোন আঘাত না লাগে।

মেয়েকে বাঁচাতে ৫লাখ টাকার প্রয়োজন,বাবা-মায়ের করুণ আকুতি

১৬ বছর আগেও এ কান্না ছিল আনন্দ-সুখের। তবে সেই সুখ বেশিদিন কপালে জোটেনি সাকেন-মালেয়া দম্পতির। হঠাৎ আসা ঝড়ে হাসিমাখা সেই মুখে ভয়ংকর কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা গেছে। ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে স্বপ্নের সংসার।

পালিত মেয়ে সাবিনা খাতুনকে নিয়ে যে স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন তা যেন চোখের সামনেই শেষ হতে যাচ্ছে। সাবিনার বয়স যখন দেড় বছর,তখন দূরের একটি গ্রাম থেকে তাকে নিয়ে আসেন সাকেন-মালেয়া দম্পতি। আদর-যত্নে বড় করে তুলতে থাকেন, স্বপ্ন বুনতে থাকেন সাবিনাকে নিয়ে। কিন্তু সেই স্বপ্ন যেন স্বপ্নই থেকে গেল।

সাবিনার বয়স যখন ৭বছর তখন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে ধরা পড়ে এক কঠিন অসুখ। নাম তার থ্যালাসেমিয়া।

ডাক্তার জানায়, তার পেটের প্লীহা ও লিভার বড় হয়ে গেছে। শরীরে রক্ত শুণ্যতা দেখা দিয়েছে। প্রতিমাসেই একাধিক ব্যাগ রকÍ দিতে হবে তার শরীরে। সেই থেকে ধার-দেনা করে চিকিৎসা খরচ মেটাচ্ছিলেন সাবিনার বাবা সাকেন। ঘোড়ার গাড়ি চালক সাকেনের পক্ষে চিকিৎসা ব্যয় বহণ করা যেন ‘বামুন হয়ে চাদে হাত’ দেয়ার মত। তবুও কোনমতে চিকিৎসা খরচ চলছিল। এরমধ্যেই সাবিনার বিয়েও দেন।

বছরখানেক পর কণ্যা শিশুর জন্ম দেন সাবিনা। রোগের কথা জেনে সাবিনাকে ডিভোর্স দেন তার স্বামী। পরে ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসে চাকরি করে চিকিৎসা চালাচ্ছিলেন সাবিনা। কিন্তু কে জানতো তার শরীরে আরো একটি কঠিন রোগ বাসা বেধেছে। হঠাৎ-ই পেটের ব্যাথায়

[redacted]

[redacted]